



22981 - রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর ক্ষতেরে মৌলনীতি

প্রশ্ন

যারা রোযা রখেে বিভিন্ন শস্যদানা ভাঙ্গানোর কাজ করেন এ কাজ করাকালে শস্যদানার কিছু অংশ যদি ছুটে এসে গলার ভতিরে ঢুকে যায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এতে করে তাদের রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কোননা বক্ষিপ্তভাবে এসব কিছু আসা তাদের ইচ্ছায় ঘটেনি। এগুলো তাদের পটে যাক তাদের এমন কোন উদ্দেশ্যেও ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো (যমেন- সহবাস, পানাহার, ইত্যাদি) ৩টি শর্ত পূরণ না হলে রোযা নষ্ট করবে না:

এক: রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি রোযাদারের জানা থাকতে হবে; জানা না থাকলে তার রোযা ভাঙ্গবে না। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, অর্থ হচ্ছে “এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ)।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ০৫] কুরআনে আরও এসছে, “হে আমাদের রব! যদি আমরা বস্মিত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন: সটোই হবে। নবী সাল্লাল্লাহু এর বাণীতে এসছে, “আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল, বস্মিত ও জবরদস্তরি শকার হয়ে তারা যা করে সটো ক্ষমা করে দেয়া হয়ছে।” অজ্ঞে ব্যক্তি ভুলকারী। যদি সে জানত তাহলে তে সটো করত না। অতএব, কেউ যদি অজ্ঞেতাবশতঃ রোযা ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লপ্ত হয় তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; বরং তার রোযা সহি হবে; তার সে অজ্ঞেতা বধিনকনেদ্রকি হোক কিবা সময়কনেদ্রকি হোক।

বধিনকনেদ্রকি অজ্ঞেতার উদাহরণ হচ্ছে: কোন ব্যক্তি যদি এই মনে করে কোন একটা রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লপ্ত হয় যে, এটা রোযা নষ্ট করবে না; যমেন কেউ এই ভবে শঙ্গি লাগাল যে, শঙ্গি লাগালে রোযা ভাঙ্গবে না; সক্ষেত্রে তার রোযা সহি এবং তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। এ রকম অন্যান্য বিষয় যা ব্যক্তরি ইচ্ছার বাইরে ঘটে যায় সক্ষেত্রেও কোন দোষ হবে না এবং এ কারণে ব্যক্তরি রোযা ভাঙ্গ হবে না উল্লেখিত দলিলের কারণে।

সারকথা হচ্ছে: রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো ৩টি শর্ত ব্যতিরেকে কোন মানুষের রোযা নষ্ট করবে না:



১। রোগা ভঙ্গকারী বিষয়টি ব্যক্তরি জানা থাকা।

২। এতলে লপিত হওয়ার সময় ব্যক্তরি স্মরণে থাকা।

৩। ইচ্ছাকৃতভাবে এতলে লপিত হওয়া।

আল্লাহই ভাল জাননে।